W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 03/ WBHRC/SMC/2019

Date: 09. 01. 2019

Enclosed is the news clipping appeared in the ' Ananda Bazar Patrika', a Bengali daily dated 08. 01. 2019, the news item is captioned ' যুবক পিটিয়ে ছুটিতে ডিএম'.

Home Secretary, Govt of West Bengal, is directed to look into the matter and to furnish a report by 22nd February, 2019.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

যুবক পিটিয়ে ছুটিতে ডিএম

নিজস্ব প্রতিবেদন

ফালাকাটার এক যুবককে মারধর করার পর দিন আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসক (ডিএম) নিখিল নির্মল ও তাঁর স্ত্রী নন্দিনী কৃষ্ণনের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে জেনারেল ডায়েরি করল সেই থানার পুলিশ। একই সঙ্গে ডিএম-কে ১০ দিন ছুটিতে পাঠাল রাজ্য সরকার। নবান্নের এক কর্তা জানিয়েছেন, ঘটনার প্রশাসনিক স্তরে তদন্ত হবে। সেই রিপোর্ট দেখার পরে ঠিক হবে, নিখিলের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত হবে কি না।

সম্প্রতি একটি ওয়েবসাইট দেশের সেরা দশ আমলার নাম প্রকাশ করেছিল। তাতে ছিলেন নিখিল নির্মল। আইএএস অ্যাসোসিয়েশন তখন সেই তালিকা টুইটও করেছিল। তারা এ দিন টুইটটি ডিলিট করার পাশাপাশি বিবৃতি দিয়ে বলেছে, 'আইন হাতে তুলে নেওয়া অনুচিত। যে অফিসারেরা গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন, তাঁদের উচিত দেশের আইনকে সম্মান দেওয়া। এই ধরনের ঘটনা সভ্য সমাজে গ্রহণযোগ্য নয়। এর জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হলে তাকে আমরা সমর্থন জানাব।'

নিখিল ও তাঁর স্ত্রী নন্দিনীর একটি

■ **বিতর্কে:** নিখিল নির্মল

ভিডিয়ো রবিবার রাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় 'ভাইরাল' হয়। দেখা যায়, নন্দিনীকে কটূক্তি করার অভিযোগ তুলে নিখিল এক যুবককে ফালাকাটা থানার মধ্যেই বেধড়ক মারছেন। শোনা যায়, নিখিল বলছেন, "আমার জেলায় আমার বিরুদ্ধে কেউ কথা বলবে না।" দেখা যায় নন্দিনীও মারধর করছেন যুবকটিকে। আনন্দবাজার এই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি।

অভিযোগ পাওয়ার পরেই নবান্নের শীর্ষকর্তারা নিখিলকে ছুটিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর দায়িত্ব সামলাবেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) চিরঞ্জীব ঘোষ। চা বাগান এলাকায় ভাল কাজ করার জন্য নিখিল নবান্নের শীর্ষকর্তাদের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু এ দিন তাঁর শাস্তি চেয়েছে জেলা তৃণমূলের একাংশও। সোমবার বহু চেষ্টা করেও নিখিলের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

যাঁর বিরুদ্ধে নন্দিনীর নামে সোশ্যাল মিডিয়ায় কটূক্তি করার অভিযোগ, সেই বিনোদকুমার সরকারকে এ দিন আলিপুরদুয়ার আদালতে তোলা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৪ (যৌন হেনস্থা), ৫০৯ (কোনও মহিলাকে অশ্লীল মন্তব্য করা) ও সাইবার আইনের ৬৭ নম্বর ধারায় (অন্তর্জালে অশ্লীল কিছু ছড়ানো) মামলা হয়েছিল। অভিযোগ করেছিলেন ফালাকাটার বিডিও সুপ্রতীক মজুমদার। এর মধ্যে ৩৫৪ নম্বর ধারাটি জামিন অযোগ্য। তবে সেই ধারা কেন দেওয়া হয়েছে, তার যুক্তি দিতে পারেননি সরকারি আইনজীবী। এ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে বিচারক বিনোদকে জামিন দেন।

সকালে আদালতে ঢোকার আগে বিনোদ অভিযোগ করেন, তাঁকে একটি গ্রুপে যোগ করে গালিগালাজ করা হয়। জামিন পাওয়ার পরে তিনি বলেন, "ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। আমিও রাগের মাথায় ভুল করেছি। এটা এখানেই শেষ করতে চাই।"

ছুটিতে পাঠানোর পরে বদলিও চাইছে নবান্ন

নিজস্ব সংবাদদাতা

থানায় যুবককে পিটিয়ে বিতর্কের মুখে পড়া আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসক (ডিএম) নির্মল কুমারকে বদলির প্রক্রিয়া শুরু করল রাজ্য প্রশাসন। নবান্ন সূত্রের খবর, পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর বিরুদ্ধে আরও বড় ধরনের পদক্ষেপ করা হতে পারে। কারণ, তিনি যে ঘটনা ঘটিয়েছেন, তা প্রশাসনের শীর্ষমহলের ব্যাখ্যায় 'নজিরবিহীন'।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তাঁর স্ত্রীর সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করায় বিনোদ সরকার নামে এক যুবককে থানায় মারধর করছেন ডিএম। তাঁর স্ত্রীকেও ওই অভিযুক্ত যুবককে মারতে দেখা যায়। ভিডিয়োটি যথার্থ কি না, আনন্দবাজার তা পরীক্ষা করেনি। কিন্তু ওই ভিডিয়োর সূত্র ধরেই তদন্ত শুরু করেছে রাজ্য প্রশাসন। প্রাথমিক অনুসন্ধানের পরে বিনোদকে মারধরের ঘটনাকে 'পুলিশি হেফাজতে এক্তিয়ার বহির্ভূত ব্যক্তির অত্যাচার' হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে।

প্রশাসনিক মহল জানাচ্ছে, রবিবারই ঘটনার কথা জানতে পারেন

■ জেলাশাসক নিখিল নির্মল

শীর্ষকর্তারা। ব্যাখ্যা চেয়ে এক আমলা সে দিনই ফোন করেন ডিএম-কে। সূত্রের দাবি, ঘটনার কথা স্বীকার করে নিখিল সংশ্লিষ্ট আমলাকে জানিয়েছিলেন, তাঁর কোনও আক্ষেপ নেই। বরং প্রশাসনিক দিক থেকে সম্ভাব্য যে কোনও পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত রয়েছেন। তার পরেই নিখিলকে ১০ দিন ছুটিতে যাওয়ার নির্দেশ দেয় সরকার। এক শীর্ষকর্তার কথায়, "জেলাশাসকই জেলাস্তরে সরকারের মুখ। তিনি আইনের উর্ধ্বে নন। তিনি ছাড় পেলে সর্বত্র ভুল বার্তা পৌঁছবে।"

প্রশাসন সূত্রের খবর, ছুটিতে পাঠানো ছাড়াও জেলাশাসককে বদলির প্রক্রিয়া শুরু করেছে নবান্ন। এখন সব জেলায় ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ চলছে। জেলাশাসক সেই কাজের অন্যতম দায়িত্বপ্রাপ্ত। ফলে এখন তাঁকে বদলি করতে হলে নির্বাচন কমিশনের অনুমোদন দরকার। সে জন্য ইতিমধ্যেই কমিশনকে চিঠি দিয়েছে রাজ্য। অনুমতি পেলে বদলির নির্দেশিকা কার্যকর হবে।

সূত্রের খবর, আলিপুরদুয়ারের পরবর্তী জেলাশাসক হিসেবে হাওড়ার প্রাক্তন জেলাশাসক শুভাঞ্জন দাসের নাম বিবেচনা করছে রাজ্য। এর উপরে পুলিশ জেলাশাসকের বিরুদ্ধে কোনও রিপোর্ট দিলে বা অভিযোগ দায়ের করলে তার ভিত্তিতে বিভাগীয় তদন্ত-সহ প্রশাসনিক বাকি প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে। পদক্ষেপ করতে পারে পুলিশও। আধিকারিক মহলের ব্যাখ্যা, গোটা ঘটনাটা ঘটেছিল ফালাকাটা থানার আইসি সৌম্যজিৎ রায়ের উপস্থিতিতে। সেই কারণেই পুলিশের রিপোর্ট এই ঘটনায় গুরুত্বপূর্ণ। রিপোর্ট না-দিলে জবাবদিহি করতে হবে পুলিশকেও।

এ দিকে গোটা ঘটনা নিয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছে মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর।